গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

নথি নং- ১(৪৪) শুল্ক: আধু: /Pre-Arrival Processing (PAP)/২০১৬/৮০(৬) তারিখ: ০৩/০৪/২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়: আগামী ০১/০৭/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে শিপিং এজেন্টস এবং এয়ারলাইনস কর্তৃক **Advance Cargo Manifest (Cargo/Passenger) দাখিল বাধ্যতামূলককরণ।**

সূত্র: ১| গত ০৪/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত।
২| সমনথির পত্র নং-১৮১ তারিখ ১১/১১/২০১৮ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২| বাংলাদেশ World Trade Organization (WTO) এবং World Customs Organization (WCO) এর অন্যতম সদস্য দেশ। উল্লিখিত সংস্থাসমূহের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) এবং WCO Revised Kyoto Convention (RKC) অনুস্বাক্ষর করেছে। WTO ও WCO এর সদস্য এবং TFA ও RKC অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এ দুটো বিশ্ব সংস্থা কর্তৃক প্রণীত Trade Facilitation সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম ও বিধানাবলী পরিপালনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। Trade Facilitation এর জন্য বর্ণিত সংস্থা কর্তৃক সুপারিশকৃত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উন্নয়ন সহযোগি সংস্থাসমূহের সহোযোগিতায় সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে TFA সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু measures বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অবশিষ্ট measures সমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও নীতি প্রণয়ণে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

৩। উল্লেখ্য যে, WTO এবং WCO কর্তৃক প্রণীত measures সমূহ সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণ যে সকল সুবিধাদি পাবেন তা নিম্নরূপ:-

(ক) সঠিক ও নির্ভুল কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে;

(খ) পণ্য খালাস সংক্রান্ত অনেক কার্যক্রম বন্দরে পণ্য আগমনের পূর্বেই সম্পন্ন করা সম্ভব হবে;

(গ) Risk Management এবং Selection Criteria পর্যালোচনাপূর্বক পণ্য খালাসের লক্ষ্যে সঠিক Lane/Channel (Red, Yellow, Green Channel) নির্ধারণ পণ্য আগমনের পূর্বেই সম্পন্ন করা সম্ভব হবে;

(ঘ) "Yellow Lane" এর অন্তর্ভুক্ত ৮৫%-৯০% পণ্য জাহাজ আগমনের সাথে সাথে খালাস করা সম্ভব হবে;

(ঙ) বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে পণ্য খালাস দ্রুততর হবে, সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে বিনা কারণে পোর্ট ডেমারেজ দিতে হবে না, পণ্য জট কমবে, ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যয় ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে;

(চ) কাঁচামাল আমদানির খরচ কমবে বিধায় রপ্তানিকারকগণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অধিকতর Competitive হবেন;

(ছ) জাহাজের "Turnaround Time" কম হবে বিধায় বন্দরে জাহাজ জট কমবে এবং "Operation Cost" অনেকাংশে হ্রাস পাবে;

(জ) অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অধিকতর উজ্জ্বল হবে;

(ঝ) আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে স্বচ্ছতা বাড়বে এবং Ease of Doing Business Index এ বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি হবে।

৪। বিশ্ব বাণিজ্যের উল্লিখিত সুবিধাদি গ্রহণের জন্য জাহাজ এবং উড়োজাহাজের মেনিফেস্ট (Cargo & passenger), ও উড়োজাহাজ Last Port of Call ত্যাগ করার পূর্বেই দাখিল ও রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, মেনি (Cargo & passenger) দাখিল ও রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন না করা পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রমের কোনটিই গ্রহণ করা সম্ভব ন যথা:-

(ক) বিল অব এন্ট্রি দাখিল ও রেজিস্ট্রেশন ;

(খ) এপ্লিকেশন, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এবং পণ্য খালাসের লেন (Red, Yellow, Green Channel) নির্ধারণ;

(গ) পণ্যের কায়িক পরীক্ষা, শুল্কায়ন ও কর পরিশোধকরণ; এবং

(ঙ) এক্সিট নোট ইস্যুকরণ এবং পণ্য খালাসকরণ।

৫। উল্লেখ্য, বিদ্যমান কাস্টমস এ্যাক্ট এর বিধান অনুযায়ী জাহাজ নোঙ্গর ফেলার ২৪ ঘণ্টা এবং উড়োজাহাজ আগমনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মেনিফেস্ট দাখিল করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিদ্যমান এ বিধান আধুনিক কাস্টমস ব্যবস্থাপনা ও Trade Facilitation এর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। বিশেষ করে ইন্টারনেট সুবিধা ও Web Based Automated System বাংলাদেশ কাস্টমস ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান থাকার পরও আধুনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুসরণ না করা কোন ক্রমেই বাণিজ্য সহায়ক নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে সংগতি রেখে জাহাজ ও উড়োজাহাজ Last Port of Call ত্যাগ করার পূর্বে মেনিফেস্ট দাখিলকরণের বিধান কাস্টমস এ্যাক্টে অন্তর্ভুক্ত করার কার্যক্রম বর্তমান প্রক্রিয়াধীন আছে যা অতি শীঘ্রই আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৬। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে শিপিং এজেন্টস ও এয়ারলাইনস কর্তৃক পণ্য ও যাত্রীবাহী জাহাজ ও উড়োজাহাজ Last Port of Call ত্যাগ করার পূর্বে Complete Electronic Manifest কাস্টমস এর Asycuda World System এ দাখিল করতে আইনী কোন বাধা নেই। সুতরাং শিপিং এজেন্টস এবং এয়ারলাইনস অপারেটরগণ পণ্যবাহী জাহাজ Last Port of Call ত্যাগ করার পূর্বে Complete Electronic Manifest যদি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল ও রেজিস্ট্রেশন করে তাহলে অনুচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত সুবিধাদি দেশের ব্যবসায়ীগণ ভোগ করতে পারবেন যা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে অধিকরণ সহজতর করবে।

৭। এমতাবস্থায়, উক্ত সভার সিদ্ধান্ত এবং বর্ণিত অবস্থায় আলোকে আগামী ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে শিপিং এজেন্টস কর্তৃক Complete (MBL+ HBL এর সমন্বিত তথ্য সম্বলিত) Electronic Manifest (Cargo) এবং এয়ারলাইনস / এয়ারলাইনস অপারেটরগণ কর্তৃক Complete (MAWB ও HAWB এর সমন্বিত তথ্য সম্বলিত) Electronic Manifests (Cargo ও Passenger) Last Port of Call ত্যাগ করার পূর্বে দাখিলকরণ বাধ্যতামূলক করা হবে। সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পুনরায় অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ গিয়াস কামাল)
প্রথম সচিব
কাস্টমস আধুনিকায়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

অনুলিপি অবগতি ও কার্যক্রমের জন্য:

০১। কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা /চট্টগ্রাম/ বেনাপোল /আই সিডি, ঢাকা/পানগাঁও, কাস্টম হাউস।

০২। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট সিলেট/ খুলনা/ রাজশাহী/ রংপুর।

তাঁকে ০১/০৭/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ থেকে সকল শিপিং/ ষ্টীমার এজেন্টস কর্তৃক Complete (MBL + HBL এর সমন্বিত তথ্য সম্বলিত) Electronic Manifest (Cargo ও Passenger) জাহাজ Last Port Of Call ত্যাগ করার পূর্বেই কাস্টমস Asycuda World System এ দাখিল ও রেজিস্ট্রেশন সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৩| সভাপতি - ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি।
০৪ | সভাপতি - ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ।
০৫ | সভাপতি - ঢাকা মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ।
০৬| সভাপতি - ঢাকা ওমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ।
০৭ | সভাপতি - চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ।
০৮| সভাপতি - চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ।
০৯ | সভাপতি - চট্টগ্রাম ওমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ।
১০| সভাপতি - ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ারডিং এজেন্টস এসোসিয়েশন কাস্টম হাউস, ঢাকা /চট্টগ্রাম/ বেনাপোল /আই সিডি, ঢাকা/ পানগাঁও।
১১| সভাপতি – আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ,বাংলাদেশ ।
১২| সভাপতি – ইউরোপিয়ান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ,বাংলাদেশ ।

(মোঃ তারেক মাহমুদ)
দ্বিতীয় সচিব
ই-মেইলঃ tarek.customs@gmail.com
সেলফোন: ০১৭১৭৪৩২৩৬৭